দৈনিক সংবাদ
দৈনিক সংবাদ

167

তারিখ ... এপ্র. 16 ...
পৃষ্ঠা ৪ ... কলাম ...

এসএসসি পরীক্ষায় পাসের নিয়ম পরিবর্তন করার সুপারিশ

বর্তমানে এসএসসি পরীক্ষায় পাসের যে নিয়ম প্রচলিত আছে তা হচ্ছে "একপত্র বিশিষ্ট বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশে পৃথক পৃথকভাবে নির্ধারিত ন্যূনতম নম্বর পেতে হবে। দুইপত্র বিশিষ্ট আবশ্যিক বিষয়সমূহ এবং সাধারণ বিজ্ঞান/সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ে নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক উভয় অংশে যুক্তভাবে ন্যূনতম নম্বর পেতে হবে। তত্ত্বীয়, নৈর্ব্যক্তিক, ব্যবহারিক ও সেশনালে পৃথক পৃথকভাবে পাস করতে হবে। প্রতি বিষয়ে পাসের জন্য শতকরা ২২ নম্বর পেতে হবে"। প্রচলিত এই পদ্ধতিতে কোন পরীক্ষার্থী খুব ভাল নম্বর পেয়েও যেকোন বিষয়ের একটি অংশে খারাপ করলে সে ঐ পরীক্ষায় পাস করতে পারে না। তাই এই নিয়মটিকে একটি কালো নিয়ম হিসেবে গণ্য করা যায়। কারণ এই নিয়মের ফাঁদে পড়ে বহু ভাল ছাত্রছাত্রী খুব ভাল নম্বর পেয়েও পাস করতে পারে না। ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের (নতুন কোর্সে) পরীক্ষার ফলাফলে দেখা গেছে অনেক ছাত্রছাত্রী ৩/৪টি বিষয়ে লেটারসহ স্টার নম্বর পাওয়া সত্ত্বেও নৈর্ব্যক্তিক বা রচনামূলক যেকোন একটা অংশে খারাপ করায় পরীক্ষায় ফেল করেছে। এমনও দেখা গেছে যে, একজন পরীক্ষার্থী কোন বিষয়ের যেকোন একটি অংশে মাত্র ১ নম্বর কম পাওয়ায় অকৃতকার্য হয়েছে, অথচ সে স্টার নম্বর পেয়েছে। এটা কি মর্মান্তিক তা শুধু ভুক্তভোগীরাই উপলব্ধি করতে পারে। কিন্তু পূর্বের নিয়ম ছিল নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশের প্রাপ্ত নম্বরের যোগফল ৩৩% হলে পাস। এর ফলে তখনকার পরীক্ষায় পাসের হার ছিল ৬৫% হতে ৭০%। কিন্তু বর্তমান নিয়মে পাসের হার সর্বোচ্চ ৪৮% হতে ৫২%। এটা একটা দেশের জন্য কোনভাবেই মঙ্গলজনক নয়। বিজ্ঞজনেরা বলে থাকেন দেশের উন্নতির জন্য দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর প্রয়োজন। কিন্তু যে দেশে এমনি যুক্তিহীন কালো নিয়ম চালু আছে সে দেশে কি করে শিক্ষিতের হার বাড়বে?

পূর্বে আরো একটি নিয়ম চালু ছিল তা হচ্ছে- কোন পরীক্ষার্থী কোন একটি বিষয়ে পাস নম্বরের চেয়ে ১ বা ২ নম্বর কম পেলে ঐ পরীক্ষার্থীর প্রাপ্ত নম্বর হতে প্রতি ১ নম্বরের জন্য ৫ নম্বর হারে সর্বোচ্চ ১০ নম্বর কেটে নিয়ে যদি সর্বমোট পাস নম্বর থাকতো তবে তাকে মার্ক ভিত্তিক ডিভিশন অনুযায়ী পাস করানো হতো। নিশ্চয়ই দেশে শিক্ষিতের হার বাড়ানোর জন্য কোনভাবেই ঐ নিয়ম খারাপ ছিল না। কোন বিবেকবান ব্যক্তি আমাদের এই গরিব দেশের জন্য ঐ নিয়মকে কোনভাবে খারাপ বলবেন না।

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য যে, বর্তমান পদ্ধতিতে শুধুমাত্র রচনামূলক পরীক্ষার খাতা পুনঃ নিরীক্ষার নিয়ম আছে। অর্থাৎ নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষা করা যাবে না। এটাও একটি কালো নিয়ম। কারণ লক্ষ্য করা যায় ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ছাত্র-ছাত্রীগণ খুব ভাল নম্বর বা স্টার নম্বর পেয়েও কোন একটি বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক অংশে অবিশ্বাস্য রকম কম নম্বর পেয়ে বা মাত্র ১ নম্বর পেয়ে পরীক্ষায় ফেল করেছে। কোড নম্বর ভুলের অজুহাতে বা উত্তরপত্র পুনঃ নিরীক্ষার নিয়ম নেই বিধায় সকলে তা মেনে নেন। কিন্তু বিষয়টি খুবই মর্মান্তিক। হয়তো কম্পিউটার ভুল করে না; কিন্তু কম্পিউটার যিনি পরিচালনা করেন তার তো ভুল হতে পারে। কম্পিউটারেও বিভিন্ন ধরনের ভুল হতে পারে। যেমন সেট কোট অনুসারে উত্তর কম্পিউটারে সেট করার সময় বা নম্বর কম্পিউটারে তোলার সময়। আর এই ভুলের খেসারত দিতে হয় মেধাবী গরিব ছাত্রছাত্রীদের ও তাদের অভিভাবক-দের। তাই নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার উত্তরপত্র ও প্রাপ্ত নম্বর পুনঃ নিরীক্ষার নিয়ম থাকা একান্ত আবশ্যক।

সুতরাং দেশের বৃহত্তর স্বার্থে বর্তমানে এই কালো নিয়ম বাতিল করে পূর্বেকার ঐ দেশোপযোগী নিয়ম চালু করার জন্য সদাশয় শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাবোর্ড কর্তৃপক্ষ সমীপে বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি।

এস. রয়
গ-১৮৮/৩, মহাখালী
ঢাকা-১২১২